দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার কেন প্রয়োজন

ড. তারেক শামসুর রেহমান

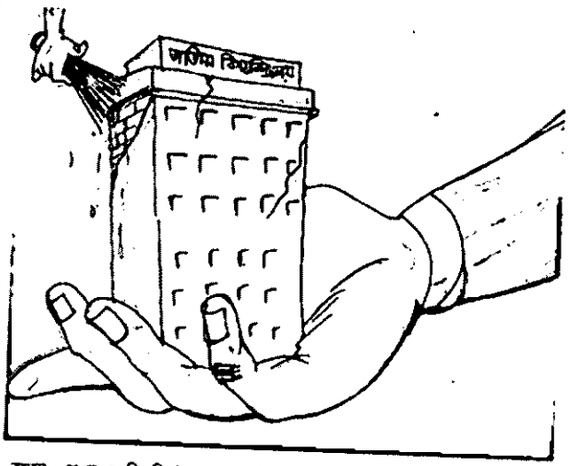

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক সংস্কারের কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তার চিন্তাধারার কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে দু' একটি জাতীয় সংবাদপত্রে (যুগান্তর, আমাদের সময় ২১ মার্চ ২০০৯)। সংবাদকর্মীদের কাছে শিক্ষামন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে পুরো শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি কমাতে হলে এখন থেকে কলেজগুলো সরিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (পূর্বের অবস্থায়) অধীনে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়টিকে রাখা হবে শুধু গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আমরা ভবিষ্যৎ-এ কীভাবে দেখবো, সেটা ভবিষ্যৎ-এর ব্যাপার। কিন্তু স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী যখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে কথা বলেন, তখন তাকে স্বাগত না জানিয়ে পারা যায় না। এজন্য নিঃসন্দেহে তিনি ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। অতীতে আমি একাধিকবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে লিখেছি এবং আমার মতামত তুলে ধরেছি। কিন্তু সাবেক উপাচার্যদের কেউই বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাননি। গত ৫-৭ বছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় সার্টিফিকেট 'বিক্রির' প্রতিষ্ঠানরূপে। 'বিক্রির' কথা এ জন্য বললাম যে ছাত্ররা কলেজে টাকা দিয়ে ভর্তি হয়। বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাবার পর তাদেরকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মাস্টার্স-এর একটি সার্টিফিকেট দেয়া হয়। ফ্যাক্টরীর মতই গত ষোল বছরে এক কোটির উপর সার্টিফিকেট 'বিক্রি' করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সম্ভবত এটাই তাদের বড় অর্জন। সার্টিফিকেট যে শিক্ষার মানোন্নয়নের কোন মানদণ্ড হতে পারে না-এ কথাটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্যদের কারো মুখে শুনিনি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে গত এই অনিয়ম নিয়ে সিরিয়াস কোন কথা বলেননি। অনেকটা তারা 'চাকরি' করে গেছেন। এটা কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। অনেক উপাচার্য এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ব্যবহার করেছেন তার রাজনৈতিক মতাদর্শীদের কিংবা নিজ এলাকার লোকদের চাকরি দিতে। সাবেক এক উপাচার্যের আমলে (জোট সরকারের সময়ে) অনিয়ম হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এক হাজারের উপরে লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, যাদের বসার কোন জায়গা ছিল না। মাসের পর মাস তারা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে, গল্প করে সময় কাটিয়েছেন। আরো মজার ব্যাপার- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব কোন ছাত্র নেই। ছাত্র পড়ানও হয় না। কিন্তু এখানে নিজস্ব প্রায় দু'শ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রভাষক থেকে শুরু করে অধ্যাপক পর্যন্ত। এই শিক্ষকরা কী কাজ করেন, তাদের গবেষণাকর্ম কী, তার হিসাব কেউ কোনদিন নেননি। তারা বিভিন্ন কমিটিতে থাকেন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন, মৌখিক পরীক্ষা নিতে যান- ব্যাস, তাদের দায়িত্ব শেষ। একজন শিক্ষকের কাজ কী এটাই? মঞ্জুরি কমিশনে থাকাকালীন সময়ে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম শিক্ষকদের বিভিন্ন কলেজে গিয়ে ক্লাশ নিতে। কেননা প্রত্যন্ত অনেক কলেজেই অনার্স পড়ানোর মত শিক্ষক নেই। একজন সাবেক ভিসি উদ্যোগও নিয়ে ছিলেন। কিন্তু পারেননি। কেননা শিক্ষকরা এর বিরোধিতা করেছিল। কেননা শিক্ষকদের অভিমত হচ্ছে তারা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক! তারা কেন কলেজে ক্লাস নেবেন? তারা ক্লাস নেননি। কিন্তু তারা ঠিকই 'প্রমোশন' নিয়েছেন- প্রভাষক থেকে সহকারি অধ্যাপক হয়েছেন, সহযোগী অধ্যাপক থেকে হয়েছেন অধ্যাপক। কিন্তু চাকরিকালীন সময়ে তিনি বা তারা ক'টি প্রকাশনা করেছেন, ক'টি বই লিখেছেন, ক'টি সেমিনার করেছেন- এ কথা কোন উপাচার্য কোনদিন বলেননি। বলতে সাহস পাননি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আজ যে পর্যায়ে এসেছে, বর্তমান কাঠামো বজায় রেখে এখানে সংস্কার আনা অসম্ভব। এখানে যেসব শিক্ষক রয়েছেন, তাদেরকে 'ব্যবহার' করা যায়। তাদের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের মূল্যায়ন করা যায়। এজন্য প্রয়োজন দিক-নির্দেশনা ও সঠিক নেতৃত্ব। কর্মচারিদের মধ্যে নানা মত, নানা উপদলীয় কোন্দল। অফিসারেরাও দ্বিধা-বিভক্ত। সুযোগ সন্ধানীরা ও থেকে ফায়দা উঠাচ্ছেন। তাই আজ যখন মন্ত্রী মহোদয় সংস্কারের কথা বলেন। তখন আমি কিছুটা অবাক হই বৈকি! কেননা অতীতে প্রতিটি রাজনৈতিক সরকারের সময়েই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এ কারণে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রত্যাশা ছিল বেশি যে ঐ সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোয় পরিবর্তন আনা হবে। একটি কমিটিও গঠন করেছিলেন সাবেক উপদেষ্টা। ঐ কমিটিতে এমন সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যারা শিক্ষা নিয়ে তেমন ভাবেন না। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। ঐ কমিটি কাগজ-কলমেই থেকে গেছে। আমার অভিজ্ঞতা বলে একমাত্র রাজনৈতিক সরকারই পারে সংস্কার বাস্তবায়ন করতে। শিক্ষামন্ত্রী সাহসী হবেন-এটাই আশা করি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিস্তারিত বলেননি শিক্ষামন্ত্রী। যা বলেছেন তাতে আপাতত দুটো জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়। এক. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় যেসব সরকারি ও বেসরকারি কলেজ রয়েছে, সেসব কলেজের পরিচালনার ভার (এক সময় ছিল) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ছেড়ে দেয়া। দুই. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধুমাত্র গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। দু'টো সিদ্ধান্তই যুগোপযোগী ও সমস্যার সমাধানে একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এখানে কিছু কথা রয়েছে, যা বিবেচনায় নেয়ার দাবি করছি। আমার প্রস্তাব নিম্নরূপঃ ১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কাঠামো ভেঙে দিতে হবে। ত্রিশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এতগুলো কলেজ পরিচালনার ভার তুলে না দিয়ে ৬টি বিভাগীয় শহরে নতুন ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ঐ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলোকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করা। এক্ষেত্রে সিলেটের এমসি কলেজ, বরিশালের বিএম কলেজ, খুলনার বিএল কলেজ, রাজশাহী বিভাগের কারমাইকেল কলেজ অথবা পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ, চট্টগ্রাম বিভাগের আওতায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ও ঢাকা বিভাগের আওতাধীন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করে এইসব কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা যায়। বিভিন্ন কলেজে পিএইচডি ডিগ্রীধারী অথবা এমফিল ডিগ্রীধারী শিক্ষকদের এসব কলেজে আত্মীকরণ হবে। যাদের উচ্চতর ডিগ্রী নেই, তারা কলেজে থেকে যাবেন। তবে তারা পরিচালিত হবেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন দ্বারা। দেশের কৃতী শিক্ষাবিদ, মুক্তিযোদ্ধাদের নামেও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ হতে পারে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হবে

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। এখানে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ থাকতে পারে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবেন। দেশের ৩০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যদি কলেজগুলোকে ভাগ করে দেয়া হয়, তাহলে এতে করে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হবে। এমনিতেই ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম কিংবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব ছাত্রদের নিয়েই নানা সমস্যায় জর্জরিত। এখন আবার কলেজগুলোকে তাদের আওতায় দেয়া হলে তাতে প্রশাসনিক জটিলতা আরো বাড়বে। এটা ঠিক হবে না। গাজীপুরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটি একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য চমৎকার। অবকাঠামোগত যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। অথচ তা ব্যবহার করা হয় না। আমি এখানে পূর্ণাঙ্গ একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি। এখানে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে ছাত্র ভর্তি করার ও পাঠদান সম্ভব। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের মাধ্যমেই এটি করা যায়। ২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধুমাত্র গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা খুবই ভাল ও যুক্তিযুক্ত। আমি একাধিকবার একাধিক প্রবন্ধে এর সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছি। তবে এখানে সমস্যা রয়েছে একাধিক। প্রথমত, যদি শুধুমাত্র গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে সিনিয়র শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে, যা বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। এখানে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হয়ত সম্ভব হবে। কিন্তু যারা শিক্ষক হিসেবে ইতিমধ্যে নিয়োগ পেয়েছেন, তাদের কী হবে? তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই একটি গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার যোগ্যতা এখানে অনেকেরই নেই। যারা শিক্ষক হিসেবে এখানে নিয়োগ পেয়েছেন, তারা সবাই মূলত কলেজ থেকে এসেছেন। পিএইচডি ডিগ্রীধারী শিক্ষক কয়েকজন আছেন বটে, তারা সবাই হয় ঢাকা নতুবা জাহাঙ্গীরনগর থেকে তাদের পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন। এখানে দরকার সিনিয়র শিক্ষক, যার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এখন যদি শুধুমাত্র গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে তুলতে হয়, তাহলে নতুন কাঠামোয় নতুন শিক্ষক নিয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। ভালো হয়, যদি অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মডেলে আলাদা একটি গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়। এটা সম্ভব। বাংলাদেশেও বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই মেধা রয়েছে। এইসব মেধার সমন্বয়ে একটি 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা যায়। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়ে নতুন আঙ্গিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা যায়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী হয়ত জানেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককেই ট্রান্সফার করা যায় না। সুতরাং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগকৃত শিক্ষকদের ট্রান্সফারও করা যাবে না। এখানে জটিলতা থাকবেই। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সুযোগ থাকা উচিত। পৃথিবীর অনেক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজ দেশেই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এটা শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো। প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নামকরা শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভ করেন, তাদের তত্ত্বাবধানে গবেষণার সুযোগ পান। বাংলাদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিনিয়র শিক্ষকের অভাব রয়েছে। শুধুমাত্র একজন সহকারি অধ্যাপক ও কয়েকজন প্রভাষককে নিয়ে কোন কোন বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছুটিতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের সুযোগ থাকলে শিক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটতো। শিক্ষা সচিবালয় বিষয়টি ভেবে দেখতে পারে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি রয়েছেন, যারা কখনোই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে দেবে না। প্রায় ক্ষেত্রেই তারা উপাচার্য মহোদয়দের বিভ্রান্ত করছে। উপাচার্য মহোদয়দের কখনোই তারা সৎ উপদেশ দেন না। অনেক সময় তারা উপাচার্যকে ব্রিফ করে তাদের স্বার্থ আদায় করে নেন। সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করতে পারে। যারা উচ্চ শিক্ষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, দল মত নির্বিশেষে তাদেরকে নিয়ে যদি একটি কমিটি গঠন করা যায়, তাহলে এই কমিটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে এই কমিটি হতে পারে। বর্তমান সরকারের আমলেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তনটি আমরা দেখতে চাই। প্রচুর জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতায় আসা বর্তমান সরকার যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে না পারে, তাহলে তা হবে আমাদের জন্য দুঃখজনক। একুশ শতকে এসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা আর একটি সার্টিফিকেট বিক্রির প্রতিষ্ঠানরূপে দেখতে চাই না।

(লেখক: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সদস্য)
tsrahmanbd@yahoo.com